গাংনীর কাষ্টদহে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘরে উঠতে পারেনি ভূমিহীন তিন নারী

প্রভাবশালীদের মামলা জটিলতায় গাংনীর কাষ্টদহ গ্রামের ভূমিহীন তিন নারীর নামে বরাদ্দ দেয়া প্রধানমন্ত্রীর উপহারের তিনটি ঘর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হলেও ঘরে উঠতে পারেনি ওই তিন নারী।

উপজেলার কাষ্টদহ গ্রামের ইসরাফ আলীর মেয়ে জরিনা ও আঙ্গুরা এবং একই গ্রামের পন্ডিত দাসের স্ত্রী লক্ষি দাসের নামে খাস জমিসহ তিনটি ঘর বরাদ্দের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

স্থানীয় প্রভাবশালীদের মামলার জটে পড়ে ঘর তিনটির সিংহভাগ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবার পর আর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি উপজেলা প্রশাসন। তবে প্রশাসন বলছে, শীঘ্রই মামলাটি নিষ্পত্তি করে শতভাগ নির্মাণ কাজ করে সংশ্লিষ্ট পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

ষোলটাকা গ্রামের হবিবর রহমানের ছেলে আতিয়ার রহমান, মোখলেছুর রহমান ও আনিছুর রহমান এবং মতিয়ার রহমানের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান ও রিফাত আলী বাদী হয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রধান বিবাদী করে চার জনের নামে মোকাম গাংনী সহকারী জজ আদালত বরাবর একটি মামলা দায়ের করেন যার নং- দেং ৫৭/২০২১। মামলার আর্জিতে জমিটি খাস নয় এবং কাস্টদহ মৌজার সিএস ১৮৯ দাগের অর্ন্তভুক্ত।

ঘর নির্মাণ কাজ শুরুর সময় তারা কোন আপত্তি না জানালেও নির্মাণ কাজের শেষ সময়ে ওই জমিটির উপর মামলা দেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশেই ওই জমির উপরে নির্মান কাজ স্থগিত করেছেন উপজেলা প্রশাসন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, আদালতের নিষেধাজ্ঞা ও মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় ওই জমিতে নির্মানাধিন ঘরের বাকি কাজ সমাপ্ত করণ ছাড়াও মাটি ভরাট করা সম্ভব হচ্ছে না। শীঘ্র মামলাটি নিষ্পত্তি করণ শেষে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে ঘর বুঝিয়ে দেয়া হবে।

গাংনীতে তৃণমূল মহিলা কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেছেন, জাতীর জনকের কন্য এই দেশটাকে একটি উন্নয়নের যায়গায় নিয়ে গেছেন।প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে গেছে। বাড়ির পাশেই বয়ে গেছে পাকা রাস্তা। নারী পুরুষরা আজ কর্মমুখি হয়েছেন। মানুষ এখন একটি সুখময় পরিস্থিতিতে বসবাস করছেন। শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ আজ অর্থনীতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এক সময় ছিল পুরুষ শাসিত সমাজ।এখন পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভেদাভেদ নেই। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পরে পুরুষের পাশাপাশি আজ নারীরা সমান ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তৃণমূল মহিলা সমাবেশ উপলক্ষে আয়োজিত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তৃণমূল মহিলা সমাবেশ উপলক্ষে গাংনী উপজেলা আ ওয়ামী লীগের উদ্যোগে এ কর্মী সমাবেশ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে গতকাল শুক্রবার বিকালে অনুষ্ঠিত হয়।

এ কর্মী সমাবেশে সভাপতিত্বে করেন গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম ও

মনিরুজ্জামান মাষ্টার,
জেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নুরজাহান বেগম।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এমপি পত্নী লাইলা আরজুমান বানু শিলা, গাংনী উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনা, গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্য

[redacted]

[redacted]

গাংনীর কল্যাণপুরে অগ্নিকান্ড ! ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের কল্যাণপুর গ্রামে মধ্যরাতে অগ্নিকান্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ২ টার পর এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২ টি পরিবারের প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে বলে ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেছে।

কল্যাণপুর মন্ডলপাড়ার ভুক্তভোগী সফেতুল্লাহ জানান, রাত ৩ টার দিকে আমরা আগুন দেখতে পায়। এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমার বাড়ির রান্না ঘর ও পাশের বাড়ির মহসিন আলীর রান্না ঘরসহ টিন, কাঠ, পাট খড়ির পালা, কয়েকটি ব্যারেল, হাঁড়িপাতিলসহ রান্না ঘরের অন্যান্য সরন্জাম ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, রান্না ঘরের চুলা থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটতে পারে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য কাওসার আলী জানান, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শুনে দ্রুত গতিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্হানীয় দের সঙ্গে নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না হওয়ায় তাৎক্ষণিক ভাবে নিকটস্থ বামুন্দী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। আগুনের তীব্রতা অনেক বেশি থাকায় ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পূর্বেই সকল কিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দু’টি পরিবারের প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে বলে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান।

বামুন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা ইসাহাক আলী জানান, আমরা উপস্থিত হবার পূর্বেই সকল কিছু পুড়ে ছায় হয়ে গেছে।

তেঁতুল বাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত শীতবস্ত্র শীতার্তদের মাঝে বিতরণ করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার (২০ জনুয়ারী) বিকেলে উপজেলার তেরাইল গ্রামে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন। ৬ টি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককের মাঝে ৫টি করে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সেই সাথে এলাকায় প্রকৃত অসহায় মানুষকে নির্বাচন করেন তাদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন গুলো হল কাথুলী, তেতুলবাড়িয়া, কাজিপুর, বামন্দি, মটমুড়া ও সাহারবাটি।

এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক যথাক্রমে মনিরুজ্জামান মনি, নজরুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুসহ সকল ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্র চালু

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির তত্বাবধানে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে কীটনাশকমুক্ত সাক সবজি মানুষের মাঝে ন্যায্যমুল্যে ক্রয় বিক্রয় করনের লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্রে চালু করা হয়েছে।

আজ (২০ জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী হাসপাতাল বাজারে নিরাপদ সাক সবজি বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা কুষি কর্মকর্তা লাভলী খাতুন, পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মহাম্মদ মোশারফ হোসেনসহ বাজারের ব্যাবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমানে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের অবাধ ব্যাবহারে নিরাপদ সবজি পাওয়া মুশকিল। মেহেরপুরের মানুৃষ যাতে কীটনাশক ও রোগমুক্ত সাক সবজি পেতে পারে এজন্যই নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্রটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন অতিথিবৃন্দরা বিক্রয় কেন্দ্রে লাউ, কুচা, পুইশাক, আলু, বেগুন, করলা, ঝিঙ্গা, পটল, কলা, মুলা, বরবটি, টমেটো, চিচিংঙ্গা, সিম, কুমড়া, ফুলকপি ও বাধাকপি, সশা, গাজরসহ বিভিন্ন সবজি ন্যায্যমূল্যে বিক্রি কার্যক্রম শুরু হয়। কীটনাশক ও রাসায়নিক সার মুক্ত সবজি কিনতে এসে ক্রেতারা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

উদ্বোধন কালে বক্তারা বলেন, বর্তমানে উচ্চ মাত্রায় ক্ষতিকর রাসায়নিক বালাইনাশক ও সার ব্যবহার করে উৎপাদিত শাক-সবজি খাওয়ার কারণে মানবদেহে চর্মরোগ, প্রতিবন্ধিতা, বন্ধাত্ব, ক্যান্সার, হৃদরোগ, খিঁচুনি, উচ্চ রক্তচাপসহ আরো অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কোন কোন বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশের প্রভাবে শরীরে বেশি দিন থাকে যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে লিভার,কিডনি, রক্ত ও চার্বিতে জমা হয়। ফলে নানা ধরণের রোগ দেখা দেয়। নিরাপদ সবজি যে সকল শাক-সবজি মানুষের শরীরের জন্য নিরাপদ, রোগ-জিবাণু ও বিষমুক্ত। প্রতিদিন আমরা যেসব শাক সবজি খাচ্ছি তা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা নিরাপদ? শাক-সবজি চাষে জৈব সার, সবুজ সার , খামারজাত সার বেশি পরিমানে ব্যবহার করা। রাসায়নিক বালাইনাশকের পরিবর্তে জৈব বালাইনাশক ও পোকা দমনের জন্য সেক্স ফেরোমন ফাঁদ, রঙ্গিন আঠালো ফাঁদ ও বিষটোপ ব্যবহার সাক সবজি উৎপাদন করতে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করণ ও ক্রেতাদের িনোপদ সবজি কেনা বেচার নির্দিষ্ট স্থানের বড়ই অভাব। এসব কথা ভেবেই মানুষকে শাক সবজি খাওয়া উচিৎ। শাক-সবজিতে বালাইনাশক ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু তা প্রয়োগের পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করলে বিষাক্ত উপাদানের প্রভাব কমে যায়। তখন সবজি গ্রহন অনেকটা নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত হয়।

গাংনীতে অবৈধ কারখানার সন্ধান, মালিকের জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে কারখানা চালু করে বিএসটিআই থেকে একটি পণ্যের অনুমোদন নিয়ে তৈরী করছেন ১৭টি পণ্য। এ অপরাধে ভোক্ত অধিকার ও সংরক্ষণ আইনে কারখানা মালিক আসাদুল ইসলামকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশানার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাশতুরা আমিনা। দণ্ডপ্রাপ্ত আসাদুল ইসলাম গাংনী উপজেরার গোপালনগর গ্রামের মৃত ফজলুল হকের ছেলে।

জানা গেছে, আসাদুল ইসলাম গাংনী পৌর এলকার রাবেয়া মঞ্জিলের নিচতলা ভাড়া নিয়ে কারখানা গড়ে তোলেন। সেখানে ডিটারজেন্ট পাওডার তৈরীর জন্য বিএসটিআই অনুমোদন নিয়ে এর আড়ালে তিনি তৈরী করছেন টয়লেট ক্লিনার, গ্লাস ক্লিনার, ডিস ওয়াশ ও ফ্লোর ওয়াশসহ বিভিন্ন প্রকার ১৭টি পন্য। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কারখানায় অভিযান চালায়।

পরে প্রশাসনকে জানানো হলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারি কমিশনার মাসতুরা আমিনা ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে কারখানা মালিক আসাদুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার আইনে দোষী সাব্যস্ত করে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাসতুরা আমিনা বলেন, গাংনীতে অনমোদনহীন ১৭টি পণ্য তৈরীর অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় কারখানামলিক কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং অনুমোদনবিহীন উৎপাদিত পণ্য জব্দ করা হয়েছে।
অভিযানে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী ও গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেমিনার

গাংনীতে জিটুপি পদ্ধতিতে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় উপজেলা সভাকক্ষে সমাজ সেবা অফিসের আয়োজনে অনুষ্ঠিত সভার প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মৌসুমী খানম।

উপজেলা সমাজ সেবা অফিসারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কাজী কাদের মোঃ ফজলে রাব্বী, উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, মেহেরপুর, এমপি প্রতিনধি মনিরুজ্জামান আতু,মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, শাহারবাটি ইউপি মশিউর রহমান, রাইপুর ইউপি গোলাম সাকলাযেন ছেপু, গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক রমজান আলী, উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি আমিরুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, জিটুপি সিস্টেম এ ভাতা, সম্মানী,বৃত্তি ও উপবৃত্তিভোগীরা এখন সরাসরি বিকাশ অথবা নগদ এর মাধ্যমে টাকা মোবাইল একাউন্টে টাকা পাবেন। সার্বিক উপস্থাপনায় ছিলেন কাজী আবুল মনছুর।

গাংনীর ভোলাডাঙ্গায় সরকারি জমিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা গ্রামে সরকারি জমি দখল করে অবৈধ ভাবে নির্মিত স্থাপনা উচ্ছেদ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমাবার দুপুরে এ উচ্ছেদ অভিযান চালান গাংনী উপজেলা সহকারি

কমিশনার ভূমি নাজমুল আলম। একই সঙ্গে অবৈধ দখলদার আবুল হোসেনকে অফিসে তলব করা হয়েছে।

সুত্র জানায়, ভোলাডাঙ্গা গ্রামের মৃত সাহাজ উদ্দিনের ছেলে আবুল হোসেন ভোলাডাঙ্গা হাটের সরকারি জমির একাংশ দখল করে পাকা ঘর নির্মাণ করছিলেন। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও পুলিশ সদস্যরা অবৈধ স্থাপনার বিষয়ে ঘটনাস্থলে গেলে আত্নগোপন করে দখলদার আবুল হোসেন। অনেক চেষ্টার পর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হওয়ায় আবুল হোসেনের অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং আবুল হোসেনকে অফিসে তলব করা হয়।

স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে ষোলটাকা ইউনিয়ন ভ’মি কর্মকর্তা আব্দুল রহিম, উপজেলা সার্ভেয়ার আজগর আলী,হেমায়েতপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ওয়েল্ডিং ব্যাবসায়ীর ১০ হাজার টাকা জরিমানা

লোহার তৈরি দরজা সরকারি রাস্তায় রেখে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করার অপরাধে জিল্লুর রহমান নামের এক ওয়েল্ডিং মালিকের দশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার দুপুর ১২ টার সময় মেহেরপুরের গাংনীর ভোলাডাঙ্গা গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার(ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমুল আলম।

জিল্লুর রহমান গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা গ্রামের মৃত পালান মালিথার ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, জন গুরুত্বপূণর্ সড়কের ওপর দির্ঘদিন যাবত লোহার তৈরি দরজা রেখে প্রদর্শনী করে আসছিলেন ওয়েল্ডিং ব্যাবসায়ী জিল্লুর রহমান।

পথচারিদের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে এর সত্যতা পাওয়ায় সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ৯১/১১ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ভ্রাম্যমাণ আদলত পরিচালনা কাজে সহায়তা করেন।